PRESS RELEASE

ইউএনএইচসিআর এবং সদর হাসপাতাল কাঙ্ক্ষিত মাইলফলকে পৌঁছেছে

স্থানঃ
কক্সবাজার, চট্টগ্রাম

তারিখঃ
৩০শে ডিসেম্বর ২০২১

ইউএনএইচসিআর কক্সবাজারের প্রথম নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) ইউনিটের ব্যবস্থাপনা জেলা সদর হাসপাতালের কাছে হস্তান্তর করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর শুরুতে, জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য কক্সবাজারে প্রথম নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) স্থাপন করে যা ২০২২ সালের ১ লা জানুয়ারি থেকে কক্সবাজার সদর হাসপাতাল কর্তৃক পরিচালিত হবে।

“কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের সকলের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। ইউএনএইচসিআর এর সাথে সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা সকল জনসাধারণকে সঠিক সময়ে সেবা প্রদান করতে পেরেছি। আইসিইউ বেড অনেকের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমরা ইউএনএইচসিআর থেকে প্রাপ্ত সকল সহায়তার প্রশংসা করি, যা আমাদের কক্সবাজারের জনগনের স্বাস্থ্য সহায়তা ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করেছে”- বলে উল্লেখ করেন ডাঃ মোঃ মোমিনুর রহমান, সুপারিনটেনডেন্ট, জেলা সদর হাসপাতাল।

আইসিইউ এর সঠিক পরিচালনার জন্য, ইউএনএইচসিআর গত জুন ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবারহ, অক্সিজেন সিলিন্ডার স্থাপন, ওষুধ, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সহ এই আই সি এউ কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এছাড়াও ১১৫ জন চিকিৎসা কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদানে অর্থায়ন করেছে ইউএনএইচসিআর । উক্ত এই উদ্যোগে, ইউএনএইচসিআর এর অংশীদার সংস্থা - রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিকে) আইসিইউ এর সঠিক পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত কর্মী এবং রোগীদের জন্য খাবার সরবরাহ করেছে।

কোভিড-১৯ এর গুরুতর উপসর্গযুক্ত রোগীদের, হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) এবং আইসিইউ এর জন্য ৩৮ শয্যা সংযুক্তির মাধ্যমে সেবার সক্ষমতা সম্প্রসারন করা হয়েছিল। ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএইচও এর কারিগরি সহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত নিশ্চিত করতে আইসিইউ ইউনিটের মধ্যে একটি পরীক্ষাগারও প্রতিষ্ঠা করেছে যা সপ্তাহে সাত দিন সার্বক্ষনিক (২৪ ঘন্টা) খোলা থাকে।

“আমরা আইসিইউ-এর ব্যবস্থাপনা জেলা সদর হাসপাতালে হস্তান্তর করছি, কিন্তু এর মানে আমাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার অবসান নয়। আমরা এই শহরের স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করতে আমাদের সহায়তা অব্যাহত রাখব এবং রোগীদের জন্য একটি বর্হিবিভাগ তৈরি করব যা শীঘ্রই বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে সহায়তা করবে” বলে উল্লেখ করে জেলায় স্বাস্থ্য সেবায় সহযোগিতা করার জন্য সংস্থার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন- ইটা স্যুটস, অফিস প্রধান ইউএনএইচসিআর কক্সবাজার সাব অফিস।

আইসিইউ চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১১৩৭ জন রোগী এখান থেকে চিকিৎসা সেবা পেয়েছে যাদের মধ্যে ৮০% এর বেশি কক্সবাজার জেলা এবং আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক। ক্যাম্প থেকে রেফার করা রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও আইসিইউ ইউনিট এর সেবা থেকে উপকৃত হয়েছে।

ইউএনএইচসিআর, সদর জেলা হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কক্সবাজার সিভিল সার্জনের কার্যালয় এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা ও যৌথ উদ্যোগের ফলাফল

UNHCR News
Tel. +41 22 739 85 02
www.unhcr.org
@RefugeesMedia
@Refugees

আইসিইউ ইউনিটের সামগ্রিক সাফল্য। সর্বোপরি- বিভিন্ন দেশ যেমন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলির উদার অনুদান এর কারনেই আইসিইউ ইউনিট দ্রুত প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

সমাপ্তি।

যোগাযোগঃ
হানাহ ম্যাকডনাল্ড
কক্সবাজার, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ: +880 183 168 099
ইমেইলঃ macdonah@unhcr.org

UNHCR News
Tel. +41 22 739 85 02
www.unhcr.org
@RefugeesMedia
@Refugees